Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-X, Issue-V, October 2022, Page No.62- 69
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভূমিকা: একটি পর্যালোচনা

তীর্থ মন্ডল
সহকারি অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, দেশবন্ধু মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

It scarcely needs to be mentioned that Pandit Iswar Chandra Vidyasagar is still relevant in the contemporary society of India. Against all odds and adversities. Vidyasagar had emerged as a pioneer of Bengal Renaissance by virtue of uncompromising and relentless struggle. All these were the outcome of his commitment to the society. He also contributed significantly to lead a country ravaged by medievalism and stagnancy. In order to grasp the significance of Vidyasagar's contributions, we need to refer to what he worked on to flourish Bengali language in general and Bengali prose to spread modern education in Bengal. He also carried out relentless struggle to eradicate superstitions and meaningless on the society in the name of religion.

Now a day there is a common trend to get the term "progressiveness" diluted according to one's convenience. But for Pandit Iswar Chandra Vidyasagar the term "progressiveness" had deeper, wider and truly significant connotation. Objective analysis of his life and works based on scientific methodology alone can bring out the true significance of Vidyasagar's contribution.

By virtue of progressive outlook Vidyasagar understood that Europe, enriched with its Renaissance and equipped with modern science and technology, could make progress in multiple directions. He had the realisation that orthodox Hindu traditionalism will not do to lead Indian towards modernity. What he prescribed was the exercise of reasoning. Scientific outlook alone can extricate a backward nation from the shackle of medievalism.
Language is the vehicle of thought. He realised that Bengali as a language must be in parity with other modern languages as a necessary condition of modernity. He also played a leading role to include female education in his agenda. A nation can hardly prosper if women folk of a society at large are left illiterate. So, we may conclude that a comprehensive outlook of Vidyasagar had contributed to lead a back ward nation to advance towards the path of modernity.

Key Words: social consciousness, struggle, modern education, Female education, illiterate, progressiveness.

ভূমিকা: বিদ্যাসাগরের জন্মের দুইশত বছর পরেও ভারতবর্ষের সমাজ জীবন যে খুব স্বচ্ছন্দ্ তথা ইতিবাচক উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, সেটি এখনও আলোচনাসাপেক্ষ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার অভাবনীয় উন্নতি ঘটলেও ভারতীয় সমাজ জীবনের বিকাশের পথে প্রধান সমস্যা গুলি হল- দেশজুড়ে জটিল অর্থনৈতিক

পরিস্থিতি, দরিদ্রতা, নারী নির্যাতন জাতপাত সমস্যা, ভাষা সমস্যা,আঞ্চলিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, রাজনৈতিক অস্বচ্ছতা ও দুর্নীতি ,রাজনৈতিক হিংসা,গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অভাব ইত্যাদি। এতদ সত্ত্বেও সুস্থ সংস্কৃতি ও সুসংহত ভারতবর্ষ প্রতিষ্ঠার কাজটি একেবারে দুরূহ নয় ।সর্বোপরি ভারতের সামগ্রিক উন্নতির জন্য সমাজ জীবনকে আরো গতিশীল বা সাবলীল করার পথে যদি পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারের ধ্যান-ধারণাকে বিশ্লেষণ করে বাস্তবে প্রয়োগ করার চেষ্টা করা যায় তবে সেই স্বপ্নের ভারতবর্ষ তৈরি করা মোটেই দুঃসাধ্য নয়।

অধ্যয়নের উদ্দেশ্য:

১) পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিক্ষামূলক কাজ অধ্যয়ন করা ।

২) পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারক মূলক অবদান অধ্যয়ন করা ।

৩) সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা প্রবন্ধের উদ্দেশ্যে।

৪) ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন সমস্যাগুলিকে অনুসন্ধান করা ও অবসানের প্রচেষ্টাও প্রবন্ধের উদ্দেশ্যে।

অধ্যয়নের পদ্ধতি: যেহেতু গবেষণাপত্রের প্রকৃতি তাত্ত্বিক; তাই তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে গৌণ উৎসের (Secondary)মাধ্যমে, যেমন -রেফারেন্স বই, ইন্টার্নেট ,জার্নাল ইত্যাদি গবেষণাপত্রের বিশ্লেষণ নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং গবেষণাপত্রের প্লান (plan)সমৃদ্ধ করা হয়েছে।

বর্তমান সমাজের কিছু মৌলিক সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে ভাবনা: উনবিংশ শতাব্দীতে যে সকল যুগপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র তাঁদের মধ্যে অন্যতম ।এই সকল মহামানবদের অন্যতম লক্ষণ এই যে মননে ও সংকল্পে উদ্যাম ও উদ্যোগে সর্বতোভাবেই তাঁরা কালজয়ী। তিনি যে যুগে উদ্ভাসিত হন তখন হয়তো তাঁকে অনেকটা অনাদর,উপেক্ষা,নানবিধ শারীরিক- মানসিক নির্যাতন সহ্য করতে হয় কিন্তু তাঁর কীর্তি তাঁকেকালজয়ী করে রাখে শতাব্দীর পর শতাব্দী।কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মসূত্রে তাঁর উপাধি বন্দোপাধ্যায় কিন্তু তাঁর কীর্তি তাঁকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধিতে অলংকৃত করেছে। বর্তমানেও তিনি একইভাবে বাংলা তথা ভারতবর্ষের বুকে সমাদৃত। তাঁকে ছাড়া বাংলা ভাষা অসমাপ্ত। তাঁর জন্মের পূর্বে বাংলা ভাষা ছিল ।কিন্তু বাংলা ভাষা যে মাধুর্য অর্থাৎ যে অলংকারে অলংকৃত,তার প্রবর্তক বিদ্যাসাগর স্বয়ং। বাংলা ভাষার যতি চিহ্ন ও অলংকার তাঁর হাতেই প্রকাশ পায়। তাঁর জীবন আলেখ্য আপামর বাঙালির কাছে জ্ঞাত বা সমাদৃত। এখানে এ বিষয়ে নতুন করে আলোকপাত করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। তবুও নিঃসন্দেহে একথা উল্লেখযোগ্য যে, ভাব ও ভাষার উপর তাঁর অসাধারণ আধিপত্য ছিল বলেই তিনি শেক্সপিয়ারের অনুকরণীয় বাকচাতুর্যকে বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে অসামান্য পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। 'ভ্রান্তিবিলাস'এই রকমই তাঁর একটি অসাধারণ সৃজন কর্ম। [1] কিন্তু মূল বিষয় হচ্ছে আমাদের সমাজ এখনও সঠিকভাবে বিদ্যাসাগরকে অনুধাবন বা মূল্যায়ন না করে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু তা হয়তো সম্ভব নয়। সমাজে বা রাষ্ট্রে বিশেষ করে শিক্ষাক্ষেত্রে তার শ্রেষ্ঠ ব্যাকরণ, বাংলা ভাষার যে অলংকার সেসব যেন হারিয়ে যেতে চলেছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে দিন দিন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সৃষ্ট গদ্য -সাহিত্য বর্তমানে বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে বিলুপ্তির পথে। [2] প্রথমভাগে যে 'বর্ণপরিচয়' ও 'দ্বিতীয় ভাগে' যুক্তাক্ষরের যে প্রথা প্রচলিত ছিল সেটি আর কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় এর পাঠক্রমে নেই বললেই চলে। কিন্তু বর্তমান প্রজন্মের বাংলা ভাষা শিক্ষক্ষেত্রে এর অভাব ও প্রয়োজন যথেষ্ট পরিমাণে অনুভূত। সেই কারণেই বাংলা গদ্যের বিকাশ ও আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিদ্যাসাগরের সৃষ্ট ধ্যান ধারণা আরো বেশি করে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

সমাজ সংস্কারক বিদ্যাসাগর তৎকালীন পুরুষ শাসিত সমাজে নারীজাতির উপর অমানবিক অবমাননা বন্ধ করার জন্য আন্দোলন করে আইন পাশের মাধ্যমে সমাজে বাল্যবিবাহ বন্ধ করেছিলেন । সেই সঙ্গে

চালু করেছিলেন বিধবা বিবাহ ।এর দৃষ্টান্তস্বরূপ নিজের সন্তান নারায়ণ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের বিবাহ দিয়েছিলেন এক বিধবা নারীর সঙ্গে। রাজা রামমোহন রায় প্রচেষ্টা চালিয়ে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করেছিলেন কিন্তু বিধবা বিবাহ চালু করতে পারেননি । কিন্তু বিদ্যাসাগর সেই আইন পাশ করিয়ে সমাজে নারীজাতির কিছুটা হলেও দুর্দশা দূর করার প্রচেষ্টা করেছিলেন। [৩] কিন্তু বর্তমান সমাজ বিধবা বিবাহকে সঠিকভাবে মেনে নিতে পারেনি। সুতরাং এক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগরের দেখানো পথ সকলের অনুসরণ করা উচিত ।এর ফলস্বরূপ যেমন বিদ্যাসাগরকে যেমন সম্মান জানানো সম্ভব হবে,তেমনি নারী জাতি ও সঠিক অর্থে সম্মানিত হবে।

এখন সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ হয়ে গেছে ঠিকই কিন্তু সমাজ বাল্যবিবাহকে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করতে পারেনি ।বিশ্বায়নের যুগেও আমাদের সমাজে এখনোও বাল্যবিবাহের প্রচলন কমবেশি রয়েই গেছে।প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, বাল্যবিবাহ বন্ধ হতে ভারতে আরও ৫০ বছর সময় লাগবে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ শিশু তহবিল সংস্থা। ভারতে নিযুক্ত ইউনিসেফ এর শিশুরক্ষা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ডোরা জিউস্টি জানান, গত দুই দশক ধরে প্রতিবছর দেশটিতে এক শতাংশ হারে বাল্যবিবাহ কমছে। বাল্যবিবাহ যদি এই হারে কমতে থাকে তাহলে ভারতে বাল্যবিবাহ বন্ধ হতে ৫০ বছরের মতো সময় লেগে যেতে পারে।তাই এই সময়ের মধ্যে বহু শিশু কে অল্প বয়সেই বিয়ে করতে হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি ।এই প্রথায় ভারতে বাস্তব পরিস্থিতি ভীষণ ভীতিকর বলেও সতর্ক করেন।[৪] অতি সম্প্রতি ১৮ থেকে ২১ বছর মেয়েদের বিয়ের বয়স করা হয়েছে।এই বয়সের আগে বিয়ে দেওয়া আইন বিরুদ্ধে হলেও এই প্রথার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি সম্ভব হয়নি ।এর ফলে সমাজে নারী-পুরুষ উভয়ের তথা সমাজেরও চরম ক্ষতি হচ্ছে।তবে যে স্তরে এই ঘটনা ঘটছে তার কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এর মূলে রয়েছে শিক্ষার অভাব।তাই যথাযথ শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে তাদের সচেতন করে তোলা প্রয়োজন। এক্ষেত্রেও সেই একজনেরই ভূমিকা স্মরণ করতে হয়,যিনি আমাদের পরম পূজনীয় বিদ্যাসাগর। তিনি শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিশেষ করে নারী শিক্ষার জন্য গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। শুধুমাএ ব্যক্তিগত উদ্যোগ ছাড়াও তিনি এই বিষয়ে গণ-সহানুভূতি ও জনগনের সহযোগিতা আদায় করেছিলেন।১৮৫৭ সালের মে মাসে তিনি মহিলা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সরকারী সাহায্যের আবেদন করেন।সরকারও হুগলী এবং বর্ধমানে দুটি বিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতি বিদ্যাসাগরকে দেয়।এরপর তিনি ভবিষ্যতে সরকারী অনুমোদন লাভের আশা রেখে একের পর এক মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে থাকেন ।১৮৫৭ সালের নভেম্বর মাস থেকে ১৮৫৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত এইরকম চল্লিশটি মহিলা স্কুল তিনি প্রতিষ্ঠা করেন যার ছাত্রী সংখ্যা হয় প্রায়১৩৫৮ জন ।[৫]এইভাবে বিদ্যাসাগর গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে মেয়েদের পিতা- মাতার কাছে অনুনয়-বিনয় করে তাদের বিদ্যালয়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করতেন। বিদ্যাসাগরের সর্বজনীন শিক্ষা প্রসারের প্রচেষ্টা বিদ্যালয় স্থাপনের পাশাপাশি যাতে সহজে ও দ্রুত শিক্ষা সম্প্রসারণ ঘটানো যায় তাঁর জন্য বিজ্ঞানসম্মত পাঠ্য বই (বেতাল পঞ্চবিংশতি, শকুন্তলা ,সীতার বনবাস, ভ্রান্তিবিলাস ইত্যাদি) রচনা আজও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে আছে।[৬]বিলম্ব হলেও ভারতীয় সংবিধানে 2002 সালে 86- তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে মৌলিক অধিকারের মধ্যে শিক্ষাকে ২১-ক ধারায় অন্তর্ভুক্ত করে সার্বিক শিক্ষা প্রসারের প্রচেষ্টা আশুবাদ হলেও তা সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়নি। [৭] বিদ্যাসাগর সর্বদা সাধ্যমত অপরের দুঃখ কষ্ট অবসানের জন্য সচেষ্ট হতেন। তিনি তৎকালীন সময়ে ম্যালেরিয়া জ্বরে সরকারকে সজাগ করে ডাক্তার এবং সেবার ব্যবস্থা করেন ।এক্ষেত্রে তিনি নিজেও পকেট থেকে খরচ করে ডাক্তার ও ঔষধের ব্যবস্থা করতেন।[৮] গরিব-দুঃখী রোগগ্রস্ত মানুষকে নিজহাতে সেবা করা ছিল তাঁর জীবনের আরও এক বিস্ময়কর দিক। কোন মানুষকে তিনি ঘৃণা করতেন না। দুঃস্থের সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম - এটাই ছিল তার জীবনের ব্রত।[৯] বাস্তব অভীজ্ঞতায় আমরা দেখলাম বিশেষত:করোনাকালে (COVID-19) আমাদের সমাজে মানুষের স্বাভাবিক মনুষ্যত্ব একেবারেই

তলানীতে নেমে গিয়েছিল। কিছুদিন আগে পর্যন্তও করোনা আক্রান্ত হলে হসপিটাল থেকে বাড়ি ফিরতে দেওয়া হচ্ছিল না। বিধিমেনে দাহ পর্যন্ত করতে দেওয়া হচ্ছিল না।একঘরে করা হচ্ছিল আক্রান্ত ও তার পরিবারকে। তাই এক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগরের মানুষের প্রতি অবিস্মরনীয় সেবার প্রয়োজনীয়তা ও সামাজিক দায়বদ্ধতাকে আমাদের মান্যতা দিতে হবে এবং তাঁর দেখানো পথকে অনুসরণ করতে হবে।

বিদ্যাসাগরের দেশভক্তির দিকটাও এক উল্লেখযোগ্য ভাবে প্রাসঙ্গিক বর্তমান ভারতীয় সমাজে। এই দেশাত্মবোধ সুদৃঢ় রূপে বজায় রাখার জন্য তিনি তাঁর বেশভূষা, ব্যক্তিত্ব অটুট রাখতেন। যেহেতু তিনি গ্রাম থেকে মহানগরীতে এসেছিলেন তাই সমাজের দারিদ্র দুঃখ দেখেছেন, তেমনি শহরের উদারমনা ব্যক্তি এবং কপোট ব্যক্তিও দেখেছেন। অবশ্য বীরসিংহ ত্যাগ করার সময় গ্রামের সামাজিক কপটতা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন ।বিদ্যাসাগরকে ধোপা, নাপিত এবং ঘাট সরা বন্ধ রাখার হুমকিও শুনতে হয়েছিল। আক্রমণ হওয়া সত্ত্বে তিনি তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে সরে আসেননি। এমনকি দেশ ভক্তির জন্যই তিনি দেশীয় শিক্ষক দিয়ে পরিচালিত করেন তার মেট্রোপলিটন স্কুল ও মেট্রোপলিটন কলেজ। সে সময় অনেক ইউরোপীয়ও বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন। সুতরাং বর্তমান ভারতীয় সমাজে বিদ্যাসাগরের দেশ ভক্তি ও সমাজ সেবার আদর্শকে পাথেয় করে যদি প্রয়োগ করতে সক্ষম হই, তাহলে অবশ্যই সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধিত হবে ও দেশ- জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে।[১০]

বিদ্যাসাগর শুধু সাহিত্যসাধক ছিলেন না, একজন আদর্শ 'হিউম্যানিস্ট' বা 'মানবতাবাদী' পন্ডিত ছিলেন। বাংলার নবজাগরণের যুগে এদেশের মানুষের মনে তিনি এক নতুন বিচারবোধ ও জীবন বোধ জাগ্রত করে তুলেছিলেন। তাঁর ভাবনার প্রধান বিষয় ছিল মানব প্রেম বা মানবতাবোধ।[১১] বিদ্যাসাগরের সমগ্র কর্মকাণ্ডের মূল কথা হলো জাতি ধর্ম বর্ণ স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে মানুষকে তার মনুষ্যত্বের মর্যাদায় শ্রদ্ধা জ্ঞাপন সুনিশ্চিত করা। কিন্তু বিদ্যাসাগরের কর্মকাণ্ডের তাৎপর্য তার কালের মানুষ সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেনি। বিদ্যাসাগরের 'মানবিক' কর্মকাণ্ডই তাঁকে সমাজের মানুষের কাছে মানবিক বিদ্যাসাগর হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তোলে। সুতরাং বিদ্যাসাগরের বিভিন্ন মানবিক দিকগুলিকে সঠিকভাবে অনুধাবন করে মানবিকতার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে তুলতে হবে।[১২] বিদ্যাসাগর ক্লাসিকাল যুগের সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, নীতিকথা সর্বক্ষেত্রেই এক মানবমুখীন জীবনধর্মী আদর্শকে সমাজে প্রয়োগ করতে সংকল্পবদ্ধ হয়েছিলেন। বর্তমান সমাজে শুধু 'হিউম্যানিস্ট' কথার বাইরের খোলসটুকু রয়েছে, তাঁর সারটুকু চলে গেছে। এখন হিউম্যানিটিজ বলতে শুধু গ্রিক- ল্যাটিন ক্লাসিক্যাল বিদ্যাকেই বোঝানো হয়। পূর্বে বিদ্যাসাগর সহ বিভিন্ন মনীষীদের বিদ্যানুশীলনের মূলে যে হিউম্যান বা মানবিক আদর্শের প্রেরণা ছিল,তা আজ প্রায় বিলুপ্তির পথে। বর্তমানে কেবল ক্লাসিক্যাল বিদ্যার বিশেষজ্ঞ আছেন কিন্তু কোন আদর্শবাদী হিউম্যানিস্ট নেই। তাই আজও বিদ্যাসাগরের হিউম্যানিস্ট আদর্শের দিকগুলি সঠিকভাবে উপলব্ধি না করলে তথা তাঁর সাধনাদর্শ সম্বন্ধে সচেতন না হলে বিদ্যাসাগরকে যথার্থ মূল্যায়নে আমরা ব্যর্থ হব।[১৩]

প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন একজন সমাজ সংস্কারক। তিনি তাঁর বিভিন্ন কর্মকান্ডের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় সমাজ জীবনকে সচল আধুনিকতামুখী ও যুক্তিবাদী সংস্কার সাধন করে সুস্থ, সুসংহত ও পরিচ্ছন্ন করে তুলতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমান সমাজ আধুনিক ও যুক্তিবাদে উন্নীত হলেও সম্পূর্ণ সুস্থ, সুসংহত ও পরিচ্ছন্ন হয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। এর একটা অন্যতম প্রধান কারণ- বর্তমান সমাজে মানবিক ভাবনার বৈশিষ্ট্যগুলি যথা সহযোগিতা ,সহমর্মিতা, পরানুভবতা এবং আত্মত্যাগ ইত্যাদির মত মহৎ গুণগুলি যথেষ্ট পরিমাণে অনুপস্থিত, যার ফলে সমাজ অগ্রসর হলেও সমাজ মানুষকে মানবিক করে তুলতে পারেনি। এমতাবস্থায় আমাদের বিদ্যাসাগরের মহানুভবতার গুণগুলি সঠিকভাবে অনুসরণ করে বাস্তব

জীবনে প্রয়োগ করার সক্রিয় প্রচেষ্টা রাখতে হবে। সুতরাং মানবিকতার দিক থেকেও আজ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অপরিহার্য। বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের একটি কবিতার পংক্তি উল্লেখ্য-

“বহুরূপে সম্মুখে তোমারে ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। “

সত্যি এটি বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।[১৪] ধর্ম সম্পর্কে বিদ্যাসাগর খুবই উদাসীন ছিলেন। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন, একবার কিছু লোক দাদার (বিদ্যাসাগর) কাছে এলেন ধর্ম কি জানতে। বিদ্যাসাগর বললেন- “ধর্ম যে কি, মানুষের বর্তমান অবস্থায় তা জানার উপায় নেই এবং জানারও কোন দরকার নেই”। বস্তুবাদী বিদ্যাসাগর ঈশ্বরের কোন পৃথক অস্তিত্ব আছে বলে বিশ্বাস করতেন না।এই জন্যই তিনি ঈশ্বর,ধর্ম,পরলোক প্রভৃতি আলোচনায় তাঁর প্রথম থেকেই একটা অনীহা ছিল।এই প্রসঙ্গে চণ্ডীচরন বন্দ্যোপাধ্যায়ের তাঁর ‘ধর্ম মতে বিদ্যাসাগর’ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন,”তাঁহার ধর্মবিশ্বাস সাধারণ লোকের অনুষ্ঠিত কোন এক পদ্ধতির অধীন ছিল না । সূক্ষতররূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে গেলে তাঁহার নিত্য জীবনের আচার ব্যবহার ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন নিষ্ঠাবান হিন্দুর অনুরূপ ছিল না। অপরদিকে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের লক্ষণের পরিচয় কখনো পাওয়া যায় নাই”। ‘ধর্ম’ বলতে ‘বিদ্যাসাগর “ধর্ম -স ৎ -কর্মের অনুষ্ঠান জন্য গুণ বিশেষ ,পুন্য, সুকৃত। সৎকর্মে অনুষ্ঠান অসৎ কর্মে নিবৃত্তি” ইত্যাদি। [১৫]বিদ্যাসাগর কোন মন্দিরে গিয়ে দেব দেবীর পূজা করেননি। মানুষের সেবায় পরম ‘ধর্ম’- এটাই ছিল তাঁর ব্রত। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন সনাতনী প্রথায় ভারতের নবজাগরণ করা সম্ভব নয় ।ভারতবর্ষকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠত্বের শিখরে পৌঁছাতে হলে মূলত: প্রয়োজন আপামর ভারতবাসীকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করা। ইউরোপ যখন রেনেসাঁর আলোকে সমৃদ্ধ হয়ে আধুনিক জ্ঞান -বিজ্ঞানের বলে বলিয়ান হয়ে উঠেছে, তখন তিনিও শুরু করলেন বহুমুখী যুক্তিতর্ক দিয়ে বহুমুখী লড়াই। একটি মধ্যযুগীয় কূপমন্ডুক জাতিকে আধুনিকতার যাত্রাপথে অগ্রসর হতে যে সকল মনীষী উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছেন। পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাদের অন্যতম একথা সর্বজন স্বীকৃত। তাঁর অবদান সমাজের সর্বক্ষেত্রেই বিরাজমান। প্যারীচাঁদ মিত্র থেকে মধুসূদন দত্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী থেকে দীনবন্ধু মিত্র, রামতনু লাহিড়ী , রবীন্দ্রনাথ থেকে বিবেকানন্দ সকলেরই তিনি শ্রদ্ধা আদায় করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সমালোচক ছিলেন ঠিকই কিন্তু তাঁর স্বাধীন চিন্তা বা মানবিক দৃষ্টিকে উপেক্ষা করেন নি। [১৬]

পরমহংস শ্রী শ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেবের সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয় এর সাক্ষাৎকার ও কথোপকথন মনে রাখার মতো- রামকৃষ্ণ দেব বলেছিলেন, আজ আমি মিঠা সমুদ্রের বা সাগরের কাছে এসেছি, এর প্রত্যুত্তরে বিদ্যাসাগর বললেন -‘তা কেন? সাগরের জল তো নোনা,‘- “রামকৃষ্ণ বললেন, তুমি তো সিদ্ধ পুরুষ- তোমার পাণ্ডিত্য, মাতৃভক্তি, বৈরাগ্যবিদ্যা, দয়া, ভক্তি অসীম ।তাই তো তুমি সাগর ।তোমার মধ্যে অবিদ্যার কোন জায়গা নেই। তাই তো তুমি সিদ্ধপুরুষ। এই কথোপকথন ’পরমহংস শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ ’ বইটিতে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ আছে। [১৭]বিদ্যাসাগরের পান্ডিত্যের সমাদর স্বয়ং রামকৃষ্ণদেবও করে গেছেন। সুতরাং বিদ্যাসাগরের অবদান সমাজের সর্বক্ষেত্রের সমাদৃত। কিন্তু বর্তমান সমাজ বিদ্যাসাগরকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারেনি।

বিদ্যাসাগরের আধুনিক ভাবনা, আজকের ভারতীয় সমাজে নিঃসন্দেহে প্রাসঙ্গিক বিষয় ।কারণ বর্তমান সমাজ প্রযুক্তিবিদ্যা ও বিশ্বায়নের দ্বারা আধুনিক বলে চিহ্নিত হলেও বাস্তবে সার্বিকভাবে যথাযথ ‘আধুনিক’ হয়ে উঠতে পারেনি। বিদ্যাসাগরের আধুনিকতার মূলনীতি হল প্রেমের সঙ্গে বীর্য ,আবেগের সঙ্গে পৌরুষ, জ্ঞানের সঙ্গে কর্মের সার্থক সম্মিলনে। তিনি মনে করেছিলেন যে ,তত্ত্ব বা দর্শন দিয়ে নয়, হৃদয়ের অনুভূতি ও যুক্তি দিয়েই মানুষ তৈরি বা সমাজ গঠন সম্ভব ।বর্তমান সমাজের মধ্যে এগুলির অভাব লক্ষ্য করা যায়।

বিদ্যাসাগর বলতেন একমাত্র আধুনিক সমাজ তথা মানুষ গঠন করতে হলে মানবতার আদর্শকে গ্রহণ করে বাস্তবে প্রয়োগ ঘটাতে হবে।তিনি এক্ষেত্রে সব থেকে বেশী জোর দিয়েছিলেন যথাযথ শিক্ষার উপর -যার ফলশ্রুতি স্বরূপ সাক্ষরতা আন্দোলন, যা আজও প্রাসঙ্গিক। সুতরাং এই ভাবনার মধ্যে দিয়েই জাতি তথা সমাজ আধুনিকতার যোগ্য আসনে অধিষ্ঠিত হবে। [১৮]

বিদ্যাসাগরের পরিবেশ বান্ধব ভাবনাটিও বর্তমান সমাজ জীবনে কম প্রাসঙ্গিক নয়। বর্তমানে বিশ্ব উষ্ণায়ন বিশ্ব বিপদের উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। আজকে ঘন ঘন আবহাওয়া- জলবায়ুর পরিবর্তন, ঝড় ঝঞ্ঝা ,অগ্নুৎপাত,শস্যহানী, হিমালয় ও অন্যান্য পাহাড়ের বরফ গলে যাওয়া, মেরু অঞ্চলে বরফ গলা ইত্যাদি। বর্তমানে আবার করোনাভাইরাসের ধাক্কায় আমাদের বিশ্বের জনজীবন বিভ্রান্ত ও আতঙ্কিত। মানুষের তৈরী এ ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিশ্বপ্রকৃতি নাভিশ্বাস হয়ে উঠেছে। যথাযথ পরিবেশ শিক্ষা ও পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। বর্তমানে আমাদের পাঠ্যসূচিতে ও পরিবেশ শিক্ষার বিষয়টি প্রাথমিক শিক্ষা থেকে কলেজ,বিশ্ববিদ্যালয় স্তরেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।তাই এক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগরের সুচিন্তিত পরিবেশ সচেতনতাকে সমাজের মধ্যে প্রসার ও প্রয়োগ ঘটাতে হবে। আজ থেকে কত বছর আগে গাছের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে বিদ্যাসাগর বীরসিংহ গ্রামে প্রবল বিরোধিতার মুখে দাঁড়িয়ে বিশাল অশ্বত্থ গাছকে রক্ষা করার দৃঢ় সংকল্প গ্রামের সামগ্রিক পরিবেশ রক্ষারই নামান্তর ছিল। তাঁর কৃষি ভাবনাও পরিবেশ ভাবনার নামান্তর বলা যায়। [১৯]

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আত্মসম্মান ও আত্ম মর্যাদাবোধ আজকের দিনে সত্যিই শিক্ষণীয় ও প্রশংসনীয় উল্লেখের দাবি রাখে। আজ বর্তমান সমাজে একশ্রেণীর মানুষ ব্যক্তি স্বার্থপরতা ,দুর্নীতি পরায়ণতা, অসাধুতা, চৌর্যবৃত্তি ইত্যাদির করালগ্রাসে আচ্ছন্ন হয়ে আত্মসম্মান ও আত্ম মর্যাদা কে বিসর্জন দিয়ে সমাজকে কলুষিত করছে। তাই এক্ষেত্রেও আমাদের উচিত বিদ্যাসাগরের কর্মকাণ্ড ও চিন্তনকে স্মরণ করে অগ্রসর হওয়া। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একবার বিদ্যাসাগরকে তৎকালীন লেফটেন্যান্ট গভর্নর হ্যলিডে সাহেব রাজসাক্ষাতে উপযুক্ত পোশাক পরিধান করে আসতে বলেছিলেন ।এক্ষেত্রে কেবল একবারই চোগা-চাপকান পরিধান করে সাহেবের সঙ্গে দেখা করলেও রাজ কর্তৃপক্ষকে বলেছিলেন ,' আমাকে যদি এই বেশে আসতে হয়; তবে এখানে আর আমি আসিতে পারিব না। লেফটেন্যান্ট গভর্নর বিদ্যাসাগরকে তাঁর অভ্যস্ত বেশে আসার জন্য বিশেষ অনুমতি দিতে বাধ্য হন। তৎকালীন সময়ে বিদ্যাসাগর এইভাবে সাহস, আত্মমর্যাদা ও আত্ম পরিচিতি দেখিয়েছিলেন। অর্থাৎ বিদ্যাসাগর আত্মসম্মানের সঙ্গে নিজের দায়-দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি নিজের মর্যাদা ও সম্মান অখুন্ন রেখেই ইংরেজদের সাথে মিশেছিলেন। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে অন্যদের 'পার্থক্য ছিল মেরুদন্ডের'। তাঁর সবল ও সুদৃঢ় মেরুদণ্ড ছিল। আত্মসম্মান ছিল। সুতরাং বিদ্যাসাগরের ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে সমাজের প্রতিটি মানুষের আত্মসম্মান ও আত্ম মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য সজাগ ও যত্নবান হতে হবে।[২০]

সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সংগ্রাম। 'Fight against ignorance'।দেশে ও সমাজ কখনও ইট, পাথর,কাট দিয়ে গড়ে ওঠে না, সমাজ ও সভ্যতাকে উন্নত করে তুলতে প্রয়োজন সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি। আর মূলতঃ এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্য প্রয়োজন প্রকৃত সামাজিক শিক্ষার উত্তরণ।[২১]তাই বিদ্যাসাগরের কাছে রাষ্ট্র নয়, সমাজই হয়েছে তাঁর সমাজ চিন্তার কেন্দ্র। রাষ্ট্র নির্ভর সমাজ নয়, সমাজের উন্নয়নের উপরেই রাষ্ট্রের শ্রী বৃদ্ধি নির্ভর করে। [২২] কিন্তু বর্তমান রাষ্ট্র শাসকগণ বৃহত্তর সমাজের কথা না ভেবে শুধুমাত্র রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার জন্য সংকীর্ণ স্বার্থে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করছে। ফলস্বরূপ সমাজে ন্যায় -অন্যায় ,অবিচার- সুবিচার ,সাম্য-অসাম্য, সাংস্কৃতি- অপসংস্কৃতি প্রভৃতি সামাজিক মূল্যবোধ গুলির অবক্ষয় ক্রমশ বৃদ্ধি হচ্ছে ,যার ফল হতে পারে ভয়ানক। সুতরাং বৃহত্তর সমাজের প্রেক্ষাপটে এই

পরিস্থিতি থেকে মুক্তির জন্য রাজনৈতিক মূল্যকে গুরুত্ব না দিয়ে বিদ্যাসাগরের আদর্শগুলিকে সামাজিক মূল্যবোধভিত্তিক গুরুত্ব দিতে হবে। তবেই বিদ্যাসাগরের সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব।

উপসংহারঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে যদি আমরা উপরোক্ত আলোচিত বৈশিষ্ট্যের নিরিখে বিচার বিশ্লেষণ করে সমাজ গঠনের পথপ্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করি, তাহলে এ কালের প্রেক্ষাপটে তাঁর গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। আজ বিদ্যাসাগর- বিবেকানন্দ-গান্ধী- সুভাষের দেশ ভারত পৃথিবীতে এক কলঙ্কিত স্থানে পৌঁছে গেছে।বর্তমান শতাব্দীতে আমাদের এই শঠতা,ভীরুতা ও মেকি আধুনিকতার অচলায়তন থেকে মুক্তির মন্ত্র অন্বেষণ করতে হবে বিদ্যাসাগরের প্রদর্শিত পথেই।তিনি আমাদের দেখিয়ে দিয়ে গেছেন যে, স্বার্থ মগ্নতার ক্ষেত্র থেকে বের হতে পারলেই নির্ভীক হওয়া যায় ।আজকের এই কঠিন পরিস্থিতিতে বিদ্যাসাগরের উওরাধিকারী হিসেবে ভারতীয় জাতি যদি তাঁর আদর্শের অনুসরণে উদ্বুদ্ধ হয়ে সুন্দর ভারত বর্ষ তথা যথার্থ মানবিক সমাজ গঠন করে, তবেই পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যথার্থ মর্যাদা দেওয়া হবে।

গ্রন্থপঞ্জীঃ

১) দত্ত,মিলন (সম্পাদনা) ১৯৮৫,বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, ‘ভ্রান্তিবিলাস’, পৃঃ ৪ , ইউনিভারসাল বুক ডিপো, কোলকাতা -৭৩

২) মুখোপাধ্যায়, অমল কুমার ২০০৯, আধুনিক ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবনা –‘একালের প্রেক্ষিতে ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর,নিমাই প্রামাণিক (সম্পাদনা,পৃঃ১৫৬-১৫৭,ছায়াপ্রকাশনী ,কলকাতা-৭০০০০৯

৩) সরকার, কল্যাণ কুমার, ২০১২,ভারতীয় রাষ্ট্র চিন্তার ইতিহাস, শ্রীভূমি পাবলিশিং হাউস, পৃঃ ১০৪-১০৫,কলকাতা-৭০০০০৯

৪) ভারতে বাল্যবিবাহ বন্ধে ৫০ বছর লাগবে:ইউনিসেফ (dailybartoman.com) WWW.dailybartoman.com/2014/08/27/27 শে আগস্ট 2014

৫) সেনগুপ্ত, সুতপা. ২০১৯.মূল্যায়নে বিদ্যাসাগরের শিক্ষাসংস্কার:বাঙ্গালীর আশাভঙ্গ নাকি কালজয়ের ইঙ্গিত, সমাজ জিজ্ঞাসা, ভল্যুম ১২, বিদ্যাসাগর সেন্টার ফর সোসাল সায়েন্স,মেদনীপুর ,প্রকাশক ,অধ্যাপক অনিল কুমার জানা,পৃ.১২০

৬) চট্টোপাধ্যায়, কুমকুম.২০১৯. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কর্মসাধনা, সমাজ জিজ্ঞাসা, ভল্যুম ১২, বিদ্যাসাগর সেন্টার ফর সোসাল সায়েন্স, মেদনীপুর, প্রকাশক, অধ্যাপক অনিল কুমার জানা,পৃ.২২৪

৭) পাতিল, এস এইচ, ২০১৬ দ্যা কনস্টিটিউশন, গভর্নমেন্ট এন্ড পলিটিক্স ইন ইন্ডিয়া, ভিকাস পাবলিসিং হাউস প্রা: লিমিটেড পৃঃ৪৭

৮) রায়,রামরঞ্জন. ২০১৯. সমাজ ভাবনায় বিদ্যাসাগর, সমাজ জিজ্ঞাসা, ভল্যুম ১২, বিদ্যাসাগর সেন্টার ফর সোসাল সায়েন্স, মেদনীপুর, প্রকাশক, অধ্যাপক অনিল কুমার জানা, পৃ.২৪৪

৯) দত্ত, মিলন (সম্পাদনা) ১৯৮৫, বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, পৃঃ ৩৭-৪৪, ইউনিভারসাল বুক ডিপো, কোলকাতা -৭৩

১০) রায়,রামরঞ্জন. ২০১৯. সমাজ ভাবনায় বিদ্যাসাগর, সমাজ জিজ্ঞাসা, ভল্যুম ১২, বিদ্যাসাগর সেন্টার ফর সোসাল সায়েন্স, মেদনীপুর, প্রকাশক, অধ্যাপক অনিল কুমার জানা,পৃ.২৪৬

১১) ঘোষ,বিনয়,১৯৭৩,বিদ্যাসাগর ওবাঙ্গালী সমাজ, পৃঃ৩৯৪-৪০১, ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড,কোলকাতা-১৩

১২) চট্টোপাধ্যায়, কুমকুম.২০১৯. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কর্মসাধনা, সমাজ জিজ্ঞাসা, ভল্যুম সংখ্যা ১২, বিদ্যাসাগর সেন্টার ফর সোসাল সায়েন্স, মেদনীপুর, প্রকাশক,অধ্যাপক অনিল কুমার জানা,পৃ.২২৭

১৩) ঘোষ, বিনয়, ১৯৭৩, বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ, পৃঃ৩৯৪-৪০১, ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, কোলকাতা-১৩

১৪) চক্রবর্তি, দেবাশীষ, ২০১৬, ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা ও জাতীয় আন্দোলনের ধারা, পৃঃ ২৪৪,সেনট্রাল এডুকেশন্যাল এন্টার প্রাইজেস লিমিটেড,কলকাতা ৭০০০০৯

১৫) প্রামানিক,স্বপন কুমার,বিদ্যচর্চায় বিদ্যাসাগর, ২০১৯, সমাজ জিজ্ঞাসা,ভল্যুম সংখ্যা ১২, বিদ্যাসাগর সেন্টার ফর সোসাল সায়েন্স ,মেদনীপুর ,প্রকাশক ,অধ্যাপক অনিল কুমার জানা,পৃ.৭৬-৭৭

১৬) চক্রবর্তি, দেবাশীষ, ২০১৬, ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা ও জাতীয় আন্দোলনের ধারা, পৃঃ ২৪৪,সেনট্রাল এডুকেশন্যাল এন্টার প্রাইজেস লিমিটেড,কলকাতা ৭০০০০৯

১৭) সেনগুপ্ত,অচিন্ত্যকুমার (সম্পাদনা), ১৩৮৫,পরমহংস শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ, পৃঃ ৩৩১-৩৩৫, মিএ ও ঘোষ পাবলিসার্স,কলকাতা ৭০০৭৩

১৮) চক্রবর্তি, দেবাশীষ, ২০১৬, ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা ও জাতীয় আন্দোলনের ধারা, পৃঃ ২৪৪,সেনট্রাল এডুকেশন্যাল এন্টার প্রাইজেস লিমিটেড,কলকাতা ৭০০০০৯

১৯) সঞ্চিতা housejournalofBengalAssociation,Bihar.sanchitablog,NewDelhi,প্রধান,কালীপদ, বিদ্যাসাগর ও আজকের পরিবেশ ভাবনা https://sanchita2020.blogspot.com/2020/11/blog-post_15.html

২০) ১৩১ প্রয়াণ বর্ষে সমুজ্জ্বল বিদ্যাসাগর: ড. মাহফুজ পারভেজ (barta24.com) https://barta24.com/details/arts-literature/164966/bright-vidyasagar-in-131-year-of-death

২১) লাহা,শরবিন্দু,২০১৯-২০২০,পঞ্চম বর্ষ , প্রত্যভিজ্ঞান, সামাজিকতা ও সামাজিকীকরন,শ্রী বিশ্ব নাথ দে(সম্পা) পৃঃ২৭,বেনুদীপা অফসেট প্রিন্টিংওয়ার্কস,জিলিপিতলা,বোলপুর,বীরভূম

২২) চক্রবর্তি, দেবাশীষ, ২০১৬, ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা ও জাতীয় আন্দোলনের ধারা, পৃঃ ২৩২,সেনট্রাল এডুকেশন্যাল এন্টার প্রাইজেস লিমিটেড,কলকাতা ৭০০০০৯